আজকের কাগজ

তারিখ 04 NOV 1994
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৮

০৩

ক্যাডার সৃষ্টির জন্যে জামাত ১৮৭০টি মাদ্রাসা, স্কুল-কলেজ ও ১৭৫টি কিন্ডার গার্টেন খুলেছে

নিউজ মিডিয়া ঃ জামাতে ইসলামী দেশব্যাপী তাদের ক্যাডার সৃষ্টির লক্ষ্যে গত ১৭ বছরে ১৮৭০টি মাদ্রাসা, শতাধিক স্কুল, কলেজ এবং ১৭৫টি কিন্ডারগার্টেন ও ১০টি শিশু-কিশোর সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছে। এসব সংগঠনকে আর্থিকভাবে সহযোগিতায় একটি বেসরকারী ব্যাংকসহ কয়েকটি এনজিও এবং জামাত নেতারা সরাসরি দিচ্ছেন। জামাত পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে তাদের নিজস্ব বইপত্র, পুস্তক পড়ানো হয়। এসব বই জামাত নেতা একাত্তরের রাজাকার বাহিনী প্রধানরা লিখেছেন। জামাত-শিবির পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব বিরোধী কাজ চলছে। শিশু-কিশোরদের স্বাধীনতা সম্পর্কে দেয়া হচ্ছে ভুল ধারনা। ঘাতক গোলাম আযমকে বানানো হয়েছে। ভাষা সৈনিক, দেশপ্রেমিক।

জানা গেছে জামাত তৈরির সবচেয়ে বড় কারখানা হচ্ছে মাদ্রাসা। যার কারণে মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি তারা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। মাদ্রাসা ও তাদের সৃষ্ট স্কুল কলেজে গোলাম আযম, আলী খান, অধ্যাপক ইউসুফ, দোলোয়ার হোসেন সাঈদী, মতিউর রহমান নিজামী, কামরুজ্জামান প্রমুখের বই পড়ানো হয়। জামাতের ১০টি প্রকাশনী সংস্থা রয়েছে। তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বেশির ভাগ বই পাইকারী বিক্রির ঘাঁটি হচ্ছে শাহবাগ কাঁটাবন মসজিদ। মগবাজার, বাংলাবাজারে আছে বেশ কয়েকটি দোকান। সূত্র মতে ইদানিং জামাতের কিন্ডার গার্টেন ব্যবসা ভাল যাচ্ছে না। কারণ এ সব প্রতিষ্ঠানে তাদের ছেলেমেয়েরা ছাড়া ইদানিং অন্য কেউ যাচ্ছে না। যার কারণে মাদ্রাসা গড়ার দিকে সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি দিচ্ছে। পাশাপাশি ফলকুড়ি, সেনানী, সাইয়ুম শিল্পী গোষ্ঠি প্রভৃতি সংগঠন গড়ে তুলছে। নতুন প্রজন্মকে মিথ্যা ইতিহাস জানিয়ে ক্যাডার সৃষ্টিতে জামাত একের পর এক কৌশল পরিবর্তন করেছে।